দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 24 APR 2009
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ...

অনার্সে ভর্তি বাণিজ্য

# কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষসহ শিক্ষকদের নামে দুই ছাত্রের মামলা

॥ কুষ্টিয়া সংবাদদাতা ॥

৩৮ টাকা না দেয়ায় অনার্সে ভর্তি বঞ্চিত দুই ছাত্র মামলা ঠুকেছে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাদের হোসেইন এবং উপাধ্যক্ষ মোঃ হাসানুজ্জামান ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ কলেজের ভর্তি কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে। মেধা তালিকায় নাম থাকার পরও ভর্তি হতে না পেরে বৃহস্পতিবার দুপুরে কুষ্টিয়া আদালতে এ মামলা হয়েছে। মেরিট লিষ্টের ১০৯৩ নং তালিকার অপূর্ব কুমার ঘোষ ও ১০৮৯ এর সমীর কুমার ঘোষ কুষ্টিয়া সদর সহকারি জজ কামরুন্নাহারের আদালতে এ মামলাটি দায়ের করেন। আদালত মামলাটি ১৪৬/০৯ নং হিসেবে গ্রহণ করে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। মামলার বাদী দুই ছাত্র অভিযোগ করেছে, কলেজে ২৭২০ আসনের মধ্যে ১০৯৩ ও ১০৮৯ মেধা তালিকায় থেকেও তারা ভর্তি হতে পারেনি। মেধাক্রম উপেক্ষা করে, তাদের ভর্তি না করে কলেজ কর্তৃপক্ষ উর্ধ্বে সুবিধা নিয়ে অন্যদের ভর্তি করেছে।

জানা গেছে, কুষ্টিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অনার্স প্রথম বর্ষ ভর্তির মেধা অনুযায়ী মনোনয়ন তালিকা তৈরি হওয়ার পর পরই ছাত্র নেতারা রেজাল্ট শিট টেনে ছিঁড়ে ফেলে। এরপর দফায় দফায় ফরম ছিনতাই, অধ্যক্ষের বাসায় বোমা বিস্ফোরণসহ নানা অপকর্ম ঘটতে থাকে। ভর্তি নিয়ে অসংখ্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ থানা বা কাউকেই কোন অভিযোগ দেয়নি। এদিকে ছাত্রলীগের একাংশ ২৩ জন ছাত্রকে হাজির করে গত ১৯ এপ্রিল কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে। এই ২৩ জন ছাত্র অভিযোগ করে মেরিট লিষ্ট অনুযায়ী তারা ভর্তি হতে পারেনি। টাকা দেবার কারণে মেরিট লিষ্টে তাদের অনেক নিচে থাকা শিক্ষার্থীরাও ইচ্ছামতো সাবজেক্টে ভর্তি হতে পারছে। এবার কলেজে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি নিয়ে ছাত্র নেতা ও কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অর্ধকোটি টাকা বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। এবারই প্রথম মেরিট লিষ্টে থাকা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরও মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে কলেজে ভর্তি হতে হয়েছে। যুবলীগ ও ছাত্রলীগের কয়েক নেতা ও কতিপয় শিক্ষক অবৈধভাবে উপার্জিত এসব অর্থ ভাগাভাগি করে নেয় বলে গুঞ্জন রয়েছে। এসব ব্যাপারে অধ্যক্ষ কাদের হুসাইন জানান, সারাদেশের অন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো আমরাও নানা বিপদের মধ্যে আছি। ছাত্রদের নিকট আমরা অসহায় হয়ে পড়েছি। তিনি বলেন, কলেজে মোট ২৭২০টি আসন রয়েছে। এরমধ্যে মেধা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে ২২০০ ছাত্রের মনোনয়ন দেবার পরই ভর্তি কার্যক্রমে বাধা আসে। মনোনয়ন ফরম ছিনতাই হয়ে যায়। বাকি ৫ শতাধিক সিট, সদর এমপি ও কয়েকটি দলের ছাত্রনেতাসহ বিভিন্ন জনের চাপে তাদের ইচ্ছামতো মনোনয়ন দিতে হয়েছে।